ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন

পর্যালোচনা প্রতিবেদন

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান
পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন

ফারহানা রহমান, *রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

মো. সাজেদুল ইসলাম, *ডাটা অ্যানালিস্ট, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বিশেষ সহযোগিতা ও কৃতজ্ঞতা

ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ে জড়িত সনাক এবং ইয়েস সদস্যদের নিকট আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই যাচাই বাছাইয়ে জড়িত টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের ঢাকা ও মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পর্যালোচনা প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবেদনের উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মাহফুজুল হক ও অন্যান্য সহকর্মী, সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক ফারহানা ফেরদৌস, কোঅর্ডিনেটর কাজী শফিকুর রহমান, কোঅর্ডিনেটর মো. আতিকুর রহমান, কোঅর্ডিনেটর মো. নুরুল ইসলামসহ অন্যান্য সহকর্মী এবং আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)

বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০

ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২; ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

ওয়েবসাইট: https://www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	৩
১.১ প্রেক্ষাপট	৪
১.২ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য, বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং পরিধি	৬
১.৩ নির্বাচিত তিনটি চক্রে ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ে অনুসৃত পদ্ধতি	৭
১.৪ নির্বাচিত তিনটি চক্রে ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা	৭
২. উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন: বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ	**৮**
২.১ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ব্যত্যয় বা চ্যালেঞ্জ	৮
২.২ টিআইবি কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই: ত্রুটি ও সংশোধন	৯
২.৩ বিভিন্ন চক্রের যাচাই বাছাই ও ত্রুটি সংশোধনের কিছু ইতিবাচক প্রভাব	১২
৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ	**১৩**
৪. সুপারিশমালা	**১৩**
তথ্যসূত্র	**১৫**
পরিশিষ্ট	**১৬-২০**

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এমন একটি বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে যেখানে সরকার, রাজনীতি, নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ মানুষ যে কোনো প্রকার দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত হবে এবং সকল সরকারি, বেসরকারি ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করবে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন বেগবান করা ও দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহুমুখী গবেষণা, জনসম্পৃক্ততা ও অধিপরামর্শ কর্মসূচির অংশ হিসেবে টিআইবি সমাজের প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্যে গৃহীত সরকারি কার্যক্রম ও পরিসেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণনির্ভর অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করে আসছে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)'র দারিদ্র্য ও বৈষম্য সংশ্লিষ্ট লক্ষমাত্রায় ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি অগ্রাধিকারভুক্ত পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া দরিদ্র জনেগোষ্ঠীর মধ্যে নারীরা অন্যদের তুলনায় বেশি এবং বহুমুখী প্রতিকূলতার শিকার হওয়ায় দুঃস্থ নারীর দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি অন্যতম, যা ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট বা দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) নামে পরিচিত ছিল। ইতোপূর্বে ভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব, অন্তর্ভুক্তি ও বিতরণে সুশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা হলেও দুঃস্থ নারীদের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচনে অন্তর্ভুক্তি ও বর্জন সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি কতটুকু অনুসরণ করা হচ্ছে এ নিয়ে মাঠপর্যায়ে সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে টিআইবি সর্বপ্রথম ২০১৫ সালে নির্বাচিত উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই বাছাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যার উদ্দেশ্য উপকারভোগী নির্বাচনে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় পরিচালিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর সহায়তায় ইয়ুথ এনগেজমেন্ট এন্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সদস্যগণ বিগত তিন চক্রে (২০১৯-২০২০, ২০২১-২০২২, ২০২২-২০২৩) সর্বমোট ৪৩টি জেলার অন্তর্ভুক্ত ১০১টি উপজেলায় তালিকা যাচাই বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে। এ পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বিগত তিনটি চক্রের যাচাই বাছাই এর তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে।

পর্যালোচনা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগী নির্বাচনে বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ ও অর্জন সত্ত্বেও এক্ষেত্রে নানাবিধ ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে তৃতীয় পক্ষের যাচাই-বাছাই উপকারভোগী নির্বাচনের ত্রুটি সংশোধন এবং ত্রুটিযুক্ত উপকারভোগীর বিপরীতে প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচনের সুযোগ তৈরি করে। টিআইবি'র উদ্যোগে তিনটি চক্রে সর্বমোট ৩,৭৭,৪৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয় এবং সর্বমোট ১১,৯৭৪ জন অনুপযুক্ত উপকারভোগী চিহ্নিত হয়, ফলে অনুপযুক্ত উপকারভোগীর স্থলে অপেক্ষমান তালিকার ৮,৯০৪ জন প্রকৃত উপকারভোগীকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়, এবং ৬,৪১০.৮৮ (প্রাক্কলিত) মেট্রিকটন চাল প্রতিস্থাপিত প্রকৃত উপকারভোগী ভোগ করতে পেরেছেন। এছাড়া তারা বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রতিবেদনের আরও দেখা যায়, ভিডব্লিউবি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তিতে ঘুষ, রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, ভোট প্রাপ্তির আশা, ইত্যাদি অব্যাহত থাকায় প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন ঝুঁকির সম্মুখীন। এছাড়া প্রচারণার ঘাটতির কারণে অনেক দুঃস্থ নারী কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে না পারায়, সকল দুঃস্থ নারী আবেদন না করার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযোগ্য নারীর আবেদন করার ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া সমন্বিত তথ্যভান্ডারের অনুপস্থিতি, কার্যকর যাচাই বাছাই এবং সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে সৃষ্ট ত্রুটি ভিডব্লিউবি কর্মসূচি তথা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা কঠিন হচ্ছে। এছাড়া অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ আয়ের পরিমাণ উল্লেখ না থাকায় তুলনামূলক স্বচ্ছল নারী উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক ফারহানা রহমান এবং মো. সাজেদুল ইসলাম। তবে, এ প্রতিবেদনের মূল কৃতিত্ব ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ে জড়িত সনাক এবং ইয়েস সদস্যদের, যারা মাঠপর্যায়ে স্বপ্রণোদিতভাবে এ কার্যক্রম গ্রহণ করে সাফল্যের সাথে সক্রিয়ভাবে তার বাস্তবায়ন করে চলেছেন। তাদের সকলে এবং সেই সাথে টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট টিমের ঢাকা ও মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করি সনাক এবং ইয়েস সদস্যদের এ মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এ কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন, এবং অনেকক্ষেত্রে তাদের অনুরোধে সংশ্লিষ্ট কর্ম এলাকায় কার্যক্রমটি সম্প্রসারিত করাও হয়েছে। তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান এই পর্যালোচনা প্রতিবেদনের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া, এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা, সম্পাদনা, এবং উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবিত সুপারিশ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন, টিআইবি এই প্রত্যাশা করছে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকের পরামর্শ ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন[১]

ফারহানা রহমান ও মো. সাজেদুল ইসলাম

১.১ প্রেক্ষাপট

দারিদ্র্য বিমোচন বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)'র দারিদ্র্য ও বৈষম্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ৪.৩ এ ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসার অঙ্গীকার করা হয়েছে।[২] এরই পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা[৩] ও বিগত কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ও বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)[৪] এর লক্ষ্য ১.১-এ ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও লক্ষ্য ১.২-এ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং লক্ষ্য ২.১-এ ক্ষুধার অবসান ঘটানোর অঙ্গীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্য হ্রাস, মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা পূরণের উদ্দেশ্যে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা বা নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বহুল আলোচিত। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির ইতিবাচক ভূমিকা বা প্রভাব বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের একটি অগ্রাধিকার খাত যা ক্রমবর্ধমান বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। এসডিজিতে প্রস্তাবিত কর্মপন্থার সাথেও এই ক্রমবর্ধমান বাজেট বরাদ্দ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১,২৬,২৭২ কোটি টাকা যা জাতীয় বাজেটের[৫] ১৬.৫৮ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ১,১৩,৫৭৬ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১১৫টি কর্মসূচি রয়েছে, যার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি, খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস), 'ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি)[৬], খাদ্য ভর্তুকি, কর্মসংস্থান কর্মসূচি, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের ভাতা, কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা), টেস্ট রিলিফ (টিআর), দরিদ্র মাতাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), দুর্যোগ-পরবর্তী দরিদ্রদের সহায়তা ভাতা, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীরা অন্যদের তুলনায় বেশি এবং বহুমুখী প্রতিকূলতার শিকার। দুঃস্থ নারীর দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মধ্যে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) অন্যতম, যা ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট বা দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি)[৭] নামে পরিচিত ছিল (সারণি ১)। ভিডব্লিউবি কার্যক্রমে বর্তমান চক্রের (২০২৩-২০২৪) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১০,৪০,০০০ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কার্যক্রমের সংশোধিত বাজেট ১,৯৪০.২৬ কোটি টাকা ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কার্যক্রমের বাজেট ২,০২৯.১০ কোটি টাকা।

---

[১] ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন।

[২] বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (৩১ জুলাই ২০২৩)।

[৩] অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১০ জুলাই ২০২৩)।

[৪] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, https://bangladesh.un.org/bn/sdgs (১০ জুলাই ২০২৩)।

[৫] ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা।

[৬] ভিডব্লিউবি উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় বিতরণ করা হয়। ভিডব্লিউবি/ভিজিডি'র ক্ষেত্রে দুই বছর পরপর উপকারভোগী পরিবর্তন করে নতুন দরিদ্র নারীদের পরবর্তী দুই বছরের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর থেকে ভিজডি'র নাম পরিবর্তন করে ভডব্লিউবি করা হয়েছে।

[৭] বিস্তারিত তথ্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে;
dwa.gov.bd/sites/default/files/files/dwa.portal.gov.bd/miscellaneous_info/8334a7ad_86ef_42a6_9591_6a7a3be5e39e/2022-03-31-08-31-71ca409e951ba7164e2e998c5c655935.pdf।

ভিডব্লিউবি কর্মসূচি: সূচনা, বিকাশ ও বাস্তবায়ন

১৯৭৪ সালের ৩ অক্টোবর বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় অধীনে দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৮৮ সালে এ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়ন কার্যক্রমে উন্নীত করা হয়। উপকারভোগীরা শতভাগ মহিলা হওয়ায় ১৯৯৬ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় হতে এ কর্মসূচি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়। ২০১০-এর অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ সরকারের একক অর্থায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভিজিডি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এ কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিবদ্ধ এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনের মুখ্য দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদের। ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে (এনএসএসএস) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা একীভূত করে এ কর্মসূচির নাম পরিবর্তন করে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) প্রস্তাব করা হয়। তবে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর দুটি ভাতা একসঙ্গে করার বিষয়ে একমত হতে পারেনি। তাই কর্মসূচিগুলো আলাদা রেখে ২০২২ সালে তিনটি অগ্রাধিকার শর্ত যুক্ত করে এ ভাতার নাম পরিবর্তন করে ভিডব্লিউবি করা হয়। নতুন কর্মসূচিতে যুক্ত তিনটি অগ্রাধিকার শর্ত হলো: (১) উপকারভোগী পরিবারের মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেওয়া যাবে না মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে; (২) যে পরিবারে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়ে রয়েছে এবং (৩) প্রত্যাগত অভিবাসী পরিবারের নারী সদস্য বা প্রত্যাগত নারী অভিবাসী। ভিডব্লিউবি দুঃস্থ, অসহায় এবং শারীরিকভাবে সক্ষম নারীদের 'স্বনির্ভরতার জন্য সহায়তা' করার উদ্দেশ্যে দুই বছর মেয়াদি (চক্র) পল্লী অঞ্চলের জন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি যার প্রথম চক্র (২০২১-২০২২) ডিসেম্বর ২০২২ এ শেষ হয়েছে এবং দ্বিতীয় চক্র (২০২৩-২০২৪) ২০২৩ এর জানুয়ারি মাসে শুরু হয়েছে। ভিডব্লিউবি উপকারভোগীরা মাসিক ৩০ কেজি পুষ্টি (কার্নেল বা পুষ্টি দানা মিশ্রিত) চাল পান। এ কর্মসূচিতে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি রয়েছে জীবনমাত্রার মান উন্নয়ন, আয়বর্ধক কর্মসূচি, এবং পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বিষয়ক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ।

ভিজিডি কর্মসূচি প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০১২ অনুযায়ী, ভিজিডি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পর উপকারভোগী পরিবারের গড় মাসিক আয় ৭৮.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (২,২৭১ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪,০৫৩ টাকা) এবং কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আগে উপকারভোগী পরিবারের মাত্র ৫ শতাংশের মাসিক আয় ছিল ৫,০০০ টাকার বেশি এবং কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পরে এ হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭ শতাংশে (মান্নান ও আহমেদ, ২০১২)। এ প্রতিবেদনের পাশাপাশি অন্যান্য মূল্যায়ন প্রতিবেদনেও দেখা যায় যে, উপকারভোগীর খাদ্য নিরাপত্তা এবং আবাসনের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রধান, ২০১৭ ও বেগম, ২০১৮)।

বাংলাদেশে দরিদ্র নারী খানাপ্রধান খানার হার ১৪.১ শতাংশ (খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২[৮]) এবং এ হিসেবে দরিদ্র নারী খানাপ্রধান খানার সংখ্যা ৫৭,৮২,৪১৭ (প্রাক্কলিত)। দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুপরিকল্পিত ভাতা বিতরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং তার জন্য প্রয়োজন সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন। দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে পরিবারে কর্মক্ষম, অসচ্ছল, তালাকপ্রাপ্ত ও স্বামী পরিত্যক্তা নারী আছে এবং কোন উপার্জনক্ষম সদস্য অথবা অন্য কোন স্থায়ী/নিয়মিত আয়ের উৎস নেই এমন পরিবারের সদস্য যার বয়স ২০ থেকে ৫০ বছর তাকে ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (পরিশিষ্ট ১)।

সরকারি এ কর্মসূচি দারিদ্র্য হ্রাস করতে এবং আয়-উৎপাদনমূলক কার্যক্রম তৈরি করতে উপকারভোগীদের সহায়তা করলেও উপকারভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রায়শই বিভিন্ন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ভিজিডি/ভিডব্লিউবি কার্যক্রমে উপকারভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বা তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় (টিআইবি, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২)।

অন্তর্ভুক্তি এবং বর্জন ত্রুটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ এবং এর প্রভাব সমাজের দুঃস্থ নারীদের স্বনির্ভরতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। আবেদনকারীদের সঠিকভাবে (শর্তাবলি অনুসরণ করে) নির্বাচন করার ক্ষেত্রে 'অন্তর্ভুক্তি এবং বর্জন' ত্রুটি যথাসম্ভব দূর করা প্রয়োজন।

গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনমান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি 'ভিজিডি' বর্তমানে 'ভিডব্লিউবি' এর উপকারভোগী নির্বাচনে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নির্বাচিত উপকারভোগীদের

[৮] খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস); http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2023-06-25-15-38-202e9c9b8eed1a7d9d7f08c30090164d.pdf (১০ জুলাই ২০২৩)।

তালিকা যাচাই বাছাইয়ের উদ্যোগ সর্বপ্রথম ২০১৫ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলায় গ্রহণ করে। টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় পরিচালিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর সহায়তায় ইয়ুথ এনগেজমেন্ট এন্ড সাপোর্ট (ইয়েস) কর্তৃক কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট উপজেলার সবগুলি ইউনিয়নে তালিকা যাচাই বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং এর ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন তালিকা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। এ প্রতিবেদনে বিগত তিনটি চক্রের উপকারভোগী নির্বাচনের তালিকা যাচাই বাছাই (যা একই পদ্ধতিতে করা হয়েছে) এর তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র ১: ভিডব্লিউবি উপকারভোগীর তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া[৯]

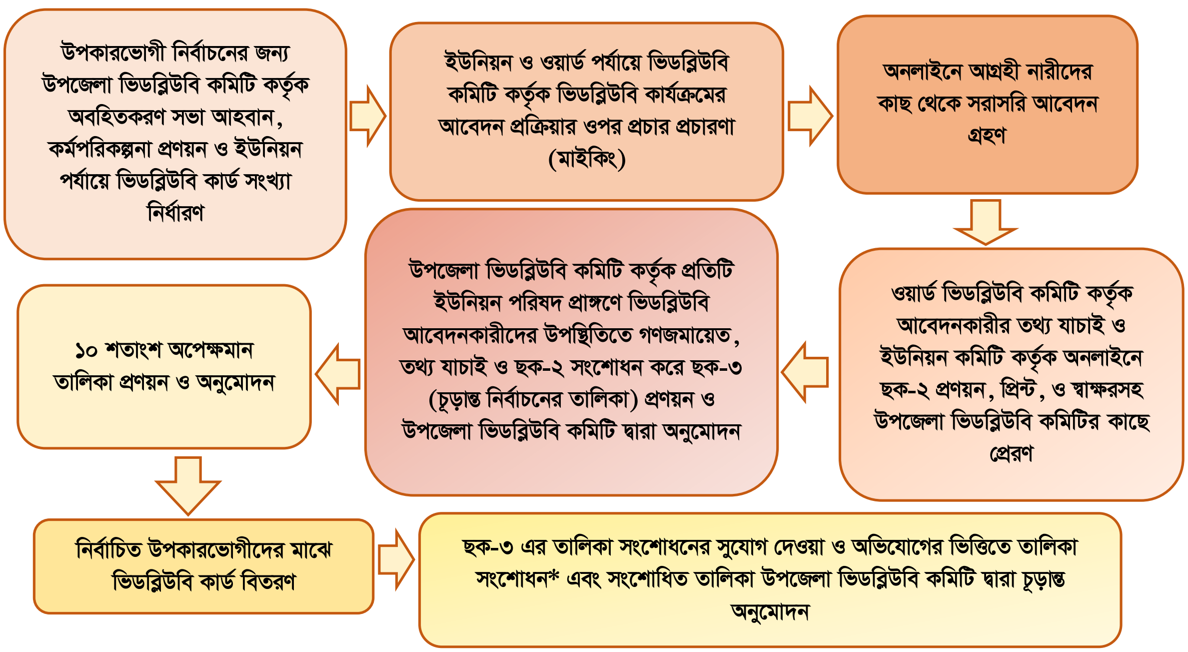

*** সর্বশেষ ধাপে তালিকা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে সনাক এর সহায়তায় ইয়েস কর্তৃক স্বেচ্ছায় এবং অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন (ইউএনও) ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে কর্ম এলাকার বাইরের উপজেলায় যাচাই বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়**

১.২ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য, বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং পরিধি

উদ্দেশ্য

- ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনের বিভিন্ন শর্তাবলি সংক্রান্ত পরিপত্রের সীমাবদ্ধতা ও মাঠপর্যায়ে প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা;
- টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাই কার্যক্রমের কার্যকরতা নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করা;
- প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য নীতিনির্ধারণী ও দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রস্তাব করা।

[৯] উপকারভোগী নির্বাচন, খাদ্য ও কার্ড বিতরণ সংক্রান্ত পরিপত্রে প্রদত্ত তথ্যানুসারে প্রস্তুতকৃত; https://mowca.gov.bd/sites/default/files/files/mowca.portal.gov.bd/policies/c61d446a_806f_4083_9964_7423c972239d/2022-10-30-05-25-911c7ad597cf17c8d12bf8cbe6a8ff86.pdf (৪ জুন ২০২৩)।

বিশ্লেষণ পদ্ধতি: এটি মূলত পরিমাণগত পর্যালোচনা প্রতিবেদন যেখানে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সনাক কর্তৃক পরিচালিত ভিডব্লিউবি/ভিজিডি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ের তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ এ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিধি: প্রযোজ্য শর্তাবলির মধ্য থেকে পরোক্ষ তথ্য নির্ভরশীল ভিজিডি/ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির অযোগ্যতার দুইটি শর্তের (১. নতুন তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে বিগত এক/দুইটি চক্রে কোনো উপকারভোগী একই সুবিধা পেয়েছে কি না এবং ২. নতুন তালিকার কোনো সদস্য সরকার প্রদেয় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় বিধবা ভাতা বা বয়স্ক ভাতা পেয়েছে কিনা) ভিত্তিতে যাচাই বাছাই করা হয়েছে। তিনটি চক্রে সর্বমোট ৪৩টি জেলার ১০১টি উপজেলার (মানচিত্রে উপজেলার অবস্থান-পরিশিষ্ট ২) অন্তর্ভুক্ত ৯৪৮টি ইউনিয়নের ৩,৭৭,৪৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ের তথ্য এ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৩)।

১.৩ নির্বাচিত তিনটি চক্রে ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ে অনুসৃত পদ্ধতি

ভিডব্লিউবি উপকারভোগী যাচাই বাছাই কার্যক্রমটি পরোক্ষ তথ্য বা নথি যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছিল। ভিজিডি/ভিডব্লিউবি'র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলির মধ্য থেকে পরোক্ষ তথ্য নির্ভরশীল দুইটি শর্তের কার্যকরতা যাচাই বাছাই করা হয়েছিল। শর্তগুলো হলো:

১. বিভিন্ন চক্রে নতুন তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে বিগত এক/দুইটি চক্রে কোনো উপকারভোগী একই সুবিধা পেয়েছে কি না তা যাচাই করা; এবং

২. নতুন তালিকার কোনো সদস্য সরকার প্রদেয় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় বিধবা ভাতা বা বয়স্ক ভাতা পেয়েছে কিনা তা যাচাই করা

প্রথমত: সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) সংশ্লিষ্ট মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে এই যাচাই বাছাইকরণ সম্পর্কে অবহিতপূর্বক উপকারভোগীদের খসড়া/প্রাথমিক তালিকা (ছক-ত) সংগ্রহ করেছিল। এছাড়া কাজটি সম্পন্ন করার জন্য জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় থেকে পূর্ববর্তী দুই চক্রের এবং নতুন চক্রের উপকারভোগীর তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সমাজসেবা কার্যালয় থেকে বিধবা ও বয়স্ক ভাতা'র তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, টিআইবি'র যাচাই-বাছাই গাইডলাইন অনুযায়ী প্রশিক্ষিত তথ্য যাচাইকারী ইয়েস সদস্যগণ তালিকা যাচাই-বাছাই করেছিল।

১.৪ নির্বাচিত তিনটি চক্রে ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা

উপকারভোগী যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল যা নিম্নরূপ:

- উপকারভোগী যাচাই বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্তির তিনটি অযোগ্যতার দুইটি শর্ত যাচাই বাছাই করতে সনাক এবং ইয়েস গ্রুপ সক্ষম হওয়ায় (সময় ও সক্ষমতা বিবেচনায়) ত্রুটি তুলনামূলক কম আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অযোগ্যতার যে দুইটি শর্ত যাচাই বাছাই করা হয়েছে তা পরোক্ষ তথ্য নির্ভরশীল ছিল।
- সময় ও সামর্থ্য বিবেচনা করে অযোগ্যতার অন্য শর্ত (২০ বছরের নিচে এবং ৫০ বছরের উপরের উপকারভোগী) এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সকল কার্যক্রম দেখা সম্ভব হয়নি।
- যাচাই বাছাইয়ে অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলী দেখা সম্ভব হয়নি।
- কিছু ক্ষেত্রে উপকারভোগীর নাম, পিতা/অভিভাবকের নামসহ কয়েকটি জায়গা মিল থাকলেও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর মিল না থাকায় বা পুরাতন জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করায় উপকারভোগীকে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারায় ত্রুটি কম আসার সম্ভবনা রয়েছে।
- যাচাই বাছাই করে তালিকায় প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধিত নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তিতে সকল শর্তাবলি অনুসরণ করেছে কিনা তা পুনরায় দেখা সম্ভব হয়নি।

২. উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন: বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

২.১ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ব্যত্যয় বা চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ২০১২ সালে ভিজিডি কর্মসূচির ওপর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। যেখানে দেখা যায়, উপকারভোগীদের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ (৩৮.২১%) নির্বাচন প্রক্রিয়া শুধু কিছুসংখ্যক কার্ডধারীদের জন্য ন্যায্য বা সঠিক ছিল বলে মতামত দেয়। এছাড়া তারা উল্লেখ করেন, অযোগ্য ব্যক্তিদের ভিজিডি কার্ড দেওয়ার পেছেনে প্রধান কারণ ছিল স্বজনপ্রীতি (৩৮.০০%), উপকারভোগী নির্বাচন কমিটির পক্ষপাত (২৩.০০%), স্থানীয় প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ (২১.০০%), এবং ভোট প্রাপ্তি বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য (১১.০০%)। অন্যান্য প্রতিবেদনেও দেখা যায়, ভিজিডি উপকারভোগী তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতি হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ঘুষ বা জোরপূর্বক অর্থ আদায়, স্বজনপ্রীতি, প্রভাবশালী বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ (টিআইবি, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২)। আবার গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে আসে, ভিডব্লিউবি উপকারভোগী যাচাই বাছাইয়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সংকট ও তদারকির দুর্বলতা রয়েছে।[১০]

উপকারভোগী আবেদনের পূর্বে ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক পর্যাপ্ত প্রচারণা না করার ফলে অনেক দুঃস্থ নারী কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারে না। ফলে সকল দুঃস্থ নারী আবেদন করতে পারে না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযোগ্য নারীর আবেদন করার ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় (টিআইবি, ২০১৯)। একই প্রতিবেদনে দেখা যায়, ছক-৩ প্রকাশের পর যে অভিযোগ দায়ের করা যায়, এটা সাধারণ জনগণের জানে না। এছাড়া টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০২১ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২৯.১২% ভিজিডি উপকারভোগী তালিকাভুক্তির সময় দুর্নীতির শিকার হয় এবং ১৯.১১% উপকারভোগীকে গড়ে ১,০৮৪ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়। এ হিসেবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২১.৫৩ কোটি টাকা যা ২০২১-২২ অর্থবছরের ভিজিডি কর্মসূচির সংশোধিত বাজেটের[১১] প্রায় ১.১৭%। এ সকল আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির তালিকাভুক্তি দুর্নীতিতে জর্জরিত।

এ যাচাই বাছাইয়ে দেখা যায়, ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক পর্যাপ্ত এবং যথাযথভাবে আবেদনকারীদের তালিকা যাচাই বাছাই করা হয় না এবং ছক-২ তৈরি হওয়ার পর সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে সরেজমিন কার্যকর যাচাই বাছাই করা হয় না এবং অনলাইনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তথ্যভান্ডার যথাযথভাবে যাচাই না করার ফলে পূর্বের দুই চক্রের উপকারভোগী ছক-৩ এ সন্নিবেশিত হয়। ফলে উপকারভোগীর তালিকায় ক্রটি দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় অন্য সামাজিক কর্মসূচির উপকারভোগী ভিজিডি/ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আরও দেখা যায়, ক্রটির পেছনে অন্যতম কারণ একক রেজিস্ট্রি এমআইএস (Single Registry MIS) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা না হওয়া। ইউনিয়নভিত্তিক দুঃস্থ নারীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা না থাকায় কোন ইউনিয়নে কতজন উপকারভোগী এ কর্মসূচির আওতায় আসবে তা সঠিকভাবে নিরূপিত হয় না এবং অনুমাননির্ভর প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি করে। অনলাইন অ্যাপে সরাসরি আবেদন তথ্যভান্ডারে তথ্য জমা ও যাচাই বাছাইয়ে সুবিধা প্রদান করলেও দুঃস্থ নারী বিশেষকরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনলাইন-ভিত্তিক অ্যাপে অভিগম্যতা কম। ফলে পরনির্ভরশীল হওয়ায় অনেকে আবেদন করতে আগ্রহী হন না।

এছাড়া পরিপত্র পর্যালোচনা করেও কিছু সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ লক্ষ্য করা যায় যা সারণি-১ এ উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জসমূহ অনেক সময় উপকারভোগী নির্বাচনে ক্রটি ও অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে।

[১০] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দৈনিক প্রথম আলো'তে প্রকাশিত প্রতিবেদন https://www.prothomalo.com/bangladesh/ovg30ylim5 (১০ জুলাই ২০২৩) ও বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/iu0h1g8dwn (৩১ জুলাই ২০২৩) দেখুন ।

[১১] ২০২১-২২ অর্থবছরের ভিজিডি কর্মসূচির সংশোধিত বাজেট ১৮৩৮.৪৬৬৭ কোটি টাকা।

সারণি ১: উপকারভোগী নির্বাচন, খাদ্য ও কার্ড বিতরণ সংক্রান্ত পরিপত্রের[১২] সীমাবদ্ধতা

বিষয়	পর্যবেক্ষণ	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমি	অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে উপকারভোগীর নিজ মালিকানাধীন বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ০.১৫ একর উল্লেখ থাকলেও খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ উল্লেখ নেই। এমনকি আবেদন ফরমেও এ বিষয়ে তথ্য নেওয়া হয় না	স্বচ্ছল উপকারভোগী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়
পরিবার বা খানার সর্বোচ্চ মাসিক আয়	পরিবার বা খানার সর্বোচ্চ মাসিক আয় কত হবে তা শর্তাবলির মধ্যে উল্লেখ নেই	
সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন	পরিপত্রে উপকারভোগী নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়ার কোথাও সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ করা হয়নি এবং ওয়ার্ড কমিটিতে যাচাই বাছাইয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি নেই	বিধবা ভাতা ও বয়স্ক ভাতাপ্রাপ্ত উপকারভোগী ভিডব্লিউবি উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়
ওয়ার্ড কমিটিতে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ	আবেদনকারীর তথ্য ওয়ার্ড কমিটির প্রাথমিকভাবে যাচাই বাছাইয়ের মূল দায়িত্ব হলেও এ কমিটিতে সচেতন নাগরিক, পেশাজীবী গোষ্ঠী এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে অনুপস্থিত	প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয়
অভিযোগ নিষ্পত্তি করে তালিকার নাম সংশোধন	অনুমোদিত (ছক-৩ এ সন্নিবেশিত) বাছাইকৃত উপকারভোগীদের নামের তালিকা ইউপি নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেওয়ার পর কেউ যদি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করে তবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। এ তদন্ত কমিটির সদস্য কারা হবে তা পরিপত্রে স্পষ্ট করা হয়নি	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ইচ্ছামাফিক কমিটি গঠনের সুযোগ; সঠিক উপকারভোগী নির্বাচিত না হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়

২.২ টিআইবি কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই: ত্রুটি ও সংশোধন

২০১৯-২০২০ চক্রে ৪৩টি জেলার ৯৬টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ৯০১টি ইউনিয়নের ১,৮৭,৯৬৩ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করে সর্বোচ্চ ত্রুটি (৩.৬৩ শতাংশ) পাওয়া যায়। পরবর্তী চক্রগুলিতে যাচাই বাছাইয়ে ত্রুটির পরিমাণ কমতে থাকে যা টিআইবি পরিচালিত যাচাই বাছাইয়ের ইতিবাচক প্রভাব নির্দেশ করে। ২০২১-২০২২ চক্রে ৪১টি জেলার ৫০টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ৫৪০টি ইউনিয়নের ৯৫,৭৭৩ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করে সর্বোচ্চ ত্রুটি (৩.০২ শতাংশ) পাওয়া যায়। এছাড়া ২০২৩-২০২৪ চক্রে অন্য চক্রের তুলনায় উপকারভোগীদের মধ্যে বিধবা ও বয়স্ক ভাতা এবং বিগত চক্রে ভিজিডি ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর

[১২] ভালনারেবল উইমেন বেনেফিট (ভিডবি-উবি) কার্যক্রমের আওতায় ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ চক্রের ভিডব্লি-উবি উপকারভোগী বাছাই/নির্বাচন, খাদ্য ও কার্ড বিতরণ সংক্রান্ত পরিপত্র; https://mowca.gov.bd/sites/default/files/files/mowca.portal.gov.bd/policies/c61d446a_806f_4083_9964_7423c972239d/2022-10-30-05-25-911c7ad597cf17c8d12bf8cbe6a8ff86.pdf (৪ জুন ২০২৩)।

শতকরা হার এবং মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটির শতকরা হার হ্রাস পেয়েছে (সারণি ২)। তিন চক্রেই দেখা যায়, ত্রুটির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চক্রে ভিজিডি কার্ড প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে। ২০১৯-২০২০ চক্রে এ হার সর্বোচ্চ ছিল (৩.৩৪ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন ২০২৩-২০২৪ চক্রে (২.২০ শতাংশ)।

সারণি ২: বিভিন্ন চক্রের উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ে প্রাপ্ত ত্রুটির চিত্র

চক্র	বিভিন্ন ধরনের ত্রুটির হার (%)			
	মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটির শতকরা হার (সংখ্যা)	পূর্ববর্তী চক্রে ভিজিডি কার্ড প্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার (সংখ্যা)	একই চক্রে বিধবা ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার (সংখ্যা)	একই চক্রে বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার (সংখ্যা)
২০১৯-২০২০ (n=১,৮৭,৯৬৩)	৩.৬৩ (৬,৮২৩)	৩.৩৪ (৬,২৭২)	০.১৯ (৩৬২)	০.১০ (১৮৯)
২০২১-২০২২ (n=৯৫,৭৭৩)	৩.০২ (২,৮৯২)	২.৬৬ (২,৫৪৪)	০.২৪ (২৩৪)	০.১২ (১১৪)
২০২৩-২০২৪ (n=৯৩,৭১৯)	২.৪১ (২,২৫৯)	২.২০ (২,০৬২)	০.২০ (১৯১)	০.০১ (৬)

'n' তালিকাভুক্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা নির্দেশ করছে

বিভিন্ন চক্রের উপকারভোগীর তালিকায় প্রাপ্ত ত্রুটির ভৌগলিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপজেলা ভিত্তিক ত্রুটির হার হিসেব করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ৪)। যাচাই বাছাইয়ে অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসমূহের মধ্যে দশটি উপজেলা চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ত্রুটি পাওয়া গেছে। ২০২৩-২০২৪ চক্রে উপকারভোগীর তালিকায় সর্বোচ্চ শতকরা ত্রুটি ছিল এমন দশটি উপজেলা হলো বরগুনা সদর, যশোর সদর, সিলেট সদর, দিরাই, লক্ষীপুর সদর, মতলব উত্তর, জামালপুর সদর, রাজৈর, সুনামগঞ্জ সদর এবং দিনাজপুর সদর (চিত্র ২)। ২০২১-২০২২ চক্রে এমন দশটি উপজেলা যেখানে ত্রুটির শতকরা হার সর্বোচ্চ ছিল তারা হলো পবা, লক্ষীপুর সদর, যশোর সদর, জামালপুর সদর, রামু, নাটোর সদর, ময়মনসিংহ সদর, দিনাজপুর সদর, ঝিনাইদহ সদর এবং সাভার। ২০১৯-২০২০ চক্রের সর্বোচ্চ শতকরা ত্রুটির হার ছিল এমন দশটি উপজেলা হলো মহালছড়ি, লক্ষীপুর সদর, জামালপুর সদর, নাটোর সদর, মাদারগঞ্জ, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, মাদারীপুর সদর, গৌরীপুর, রায়পুর এবং নলছিটি।

চিত্র ২: ২০২৩-২৪ চক্রে দশটি উপজেলা যেখানে উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি (%) বেশি

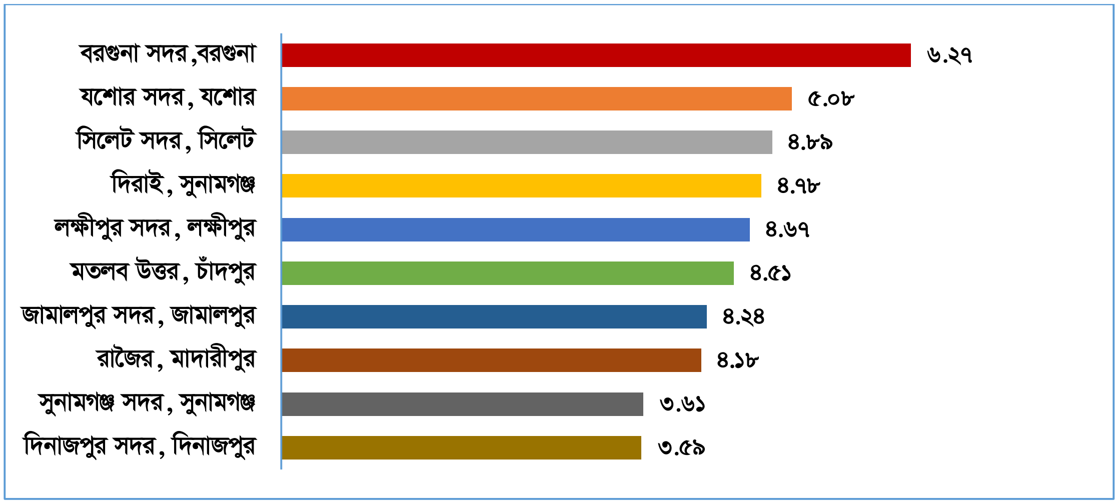

২০২৩-২০২৪ চক্রে উপকারভোগীর তালিকায় সর্বনিম্ন শতকরা ত্রুটি ছিল এমন দশটি উপজেলা হলো গাজীপুর সদর, মধুপুর, ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, ঝালকাঠি সদর, শ্রীমঙ্গল, বরিশাল সদর, পটুয়াখালী সদর এবং মুন্সীগঞ্জ সদর (চিত্র ৩)। ২০২১-২০২২ চক্রে এমন দশটি উপজেলা যেখানে ত্রুটির শতকরা হার সর্বনিম্ন ছিল তারা হলো রাঙ্গামাটি সদর, বাগেরহাট সদর, খাগড়াছড়ি সদর, ভান্ডারিয়া, কুষ্টিয়া সদর, লালমনিরহাট সদর, ফুলতলা, পটুয়াখালী সদর, ফরিদপুর সদর এবং সীতাকুণ্ড। ২০১৯-২০২০ চক্রের সর্বনিম্ন শতকরা ত্রুটির হার ছিল এমন দশটি উপজেলা হলো ফুলতলা, রামু, আনোয়ারা, কুতুবদিয়া, চকরিয়া, দেবহাটা, রংপুর সদর, কুড়িগ্রাম সদর, ফকিরহাট এবং সাভার।

চিত্র ৩: ২০২৩-২৪ চক্রে দশটি উপজেলা যেখানে উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি (%) কম

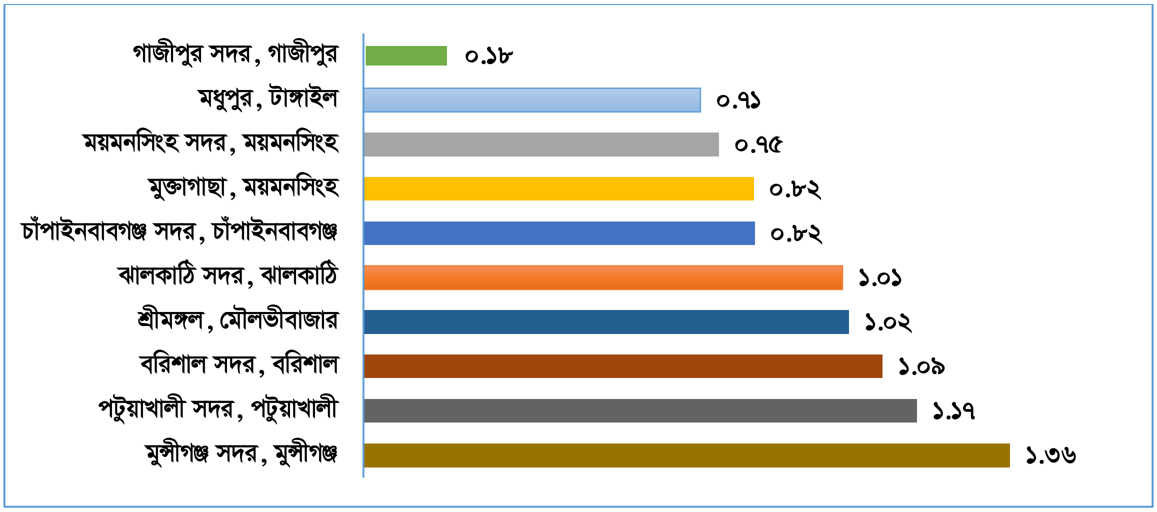

বিভিন্ন চক্রের যাচাই বাছাইয়ে প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ২০২৩-২০২৪ চক্রে সর্বোচ্চ সংশোধন হয়েছে যা টিআইবি'র যাচাই বাছাই কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ করে (পরিশিষ্ট ৪)। এ চক্রে উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি পাওয়া গিয়েছিল ২.৪১ শতাংশ এবং এর বিপরীতে সংশোধন করা হয়েছে ৯২.৬১ শতাংশ (সারণি ৩)।

সারণি ৩: তিন চক্রের যাচাই বাছাইয়ে প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন (%)

চক্র	মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটিযুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন* করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণের সংখ্যা	ত্রুটি সংশোধন করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণের শতকরা হার
২০১৯-২০২০	৬,৮২৩	৪,৯১০	৭১.৯৬
২০২১-২০২২	২,৮৯২	১,৯০২	৬৫.৭৭
২০২৩-২০২৪	২,২৫৯	২,০৯২	৯২.৬১
মোট	১১,৯৭৪	৮,৯০৪	-

*মোট প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ত্রুটিযুক্ত উপকারভোগী বাদ দিয়ে অপেক্ষমান তালিকা হতে নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণ

উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটির বিপরীতে সংশোধনের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, তিন চক্রে ত্রুটির বিপরীতে শতভাগ সংশোধন করা হয়েছে এগারোটি উপজেলায়। উপজেলাগুলি হলো মাদারীপুর সদর, বরগুনা সদর, বরিশাল সদর, ফরিদপুর সদর, রাজবাড়ী সদর, কুড়িগ্রাম সদর, সীতাকুণ্ড, শ্রীমঙ্গল, সিলেট সদর, রাঙ্গামাটি সদর এবং সাভার (সারণি ৪)।

সারণি ৪: তিন চক্রে ত্রুটির বিপরীতে শতভাগ সংশোধন হয়েছে এমন এগারোটি উপজেলা

উপজেলার নাম	সংশোধিত উপকারভোগীর সংখ্যা		
	চক্র ২০১৯-২০২০	চক্র ২০২১-২০২২	চক্র ২০২৩-২০২৪
মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর	১৪৭	৫৪	৩৩
বরগুনা সদর,বরগুনা	১৩৭	১২১	১৮১
বরিশাল সদর, বরিশাল	১২২	৪১	৩৩
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	১০১	৩২	৩৫
রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী	৮২	৪৬	৩৯
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম	২৯	৫৪	৪৪
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম	২৮	১২	২৬
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	২৮	৫০	১৫
সিলেট সদর, সিলেট	১৯	২৬	৪৪
রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি	১৩	১	১৮
সাভার, ঢাকা	১০	৪৮	১৫
মোট	৭১৬	৪৮৫	৪৮৩

সারণিতে উল্লেখিত উপজেলাসমূহের মধ্যে গড় ত্রুটির চেয়ে বেশি ত্রুটি ছিল ২০১৯-২০২০ চক্রে এমন চারটি উপজেলা-মাদারীপুর সদর, বরগুনা সদর, ফরিদপুর সদর ও বরিশাল সদর, ২০২১-২০২২ চক্রে সাভার, বরগুনা সদর ও শ্রীমঙ্গল এবং ২০২৩-২০২৪ চক্রে বরগুনা সদর, সিলেট সদর ও সীতাকুণ্ড উপজেলায় শতভাগ সংশোধন করা হয়েছে যা যাচাই বাছাই কার্যক্রম এবং সনাকের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সম্ভব হয়েছে।

২.৩ বিভিন্ন চক্রের যাচাই বাছাই ও ত্রুটি সংশোধনের কিছু ইতিবাচক প্রভাব

- ত্রুটি কমাতে কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে আবেদনের জন্য অনলাইন অ্যাপ চালু ও ইউনিক আইডি হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার করা[১৩] হয়েছে।
- বিগত তিন চক্রে স্থানীয় প্রশাসন (ইউএনও) এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ২৬টি উপজেলায় সনাক কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয়েছে।
- সনাকের যাচাই বাছাইয়ের পদক্ষেপে সাড়া দিয়ে তিনটি চক্রে মোট ২৪৭টি নির্দেশনার (২০১৯-২০২০ চক্রে ৭০টি, ২০২১-২০২২ চক্রে ৭৮টি এবং ২০২৩-২০২৪ চক্রে ৯৯টি) ভিত্তিতে ত্রুটি সংশোধন করে অপেক্ষমান তালিকা হতে ৮,৯০৪ জন নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ চক্রে ৯৬টি উপজেলার মধ্যে ৫১টি উপজেলায়, ২০২১-২০২২ চক্রে ৫০টি উপজেলার মধ্যে ২২টি উপজেলায়, ২০২৩-২০২৪ চক্রে ৪৯টি উপজেলার মধ্যে ৪০টি উপজেলায় ১০০ শতাংশ ত্রুটি সংশোধন করে নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- টিআইবি'র তিন চক্রের যাচাই বাছাইয়ের ফলে আনুমানিক ৬,৪১০.৮৮ মেট্রিকটন চাল প্রতিস্থাপিত প্রকৃত উপকারভোগী ভোগ করতে পেরেছেন।

  মেট্রিকটনে মোট চালের পরিমাণ = (সংশোধিত উপকারভোগীর সংখ্যা X মাসিক চালের পরিমাণ (কেজি) X মোট মাসের সংখ্যা)/১০০০

  = (৮,৯০৪ X৩০X২৪)/১০০০; ১ মেট্রিকটন = ১০০০ কেজি)।
- তিন চক্রে ৮,৯০৪ জন প্রতিস্থাপিত উপকারভোগী নারী বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

[১৩] বিস্তারিত https://dwa.portal.gov.bd/site/notices/21fc37a3-47a7-4eeb-ab3d-d79fdd302aed

৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সনাকের সহায়তায় ইয়েস সদস্য কর্তৃক তিনটি চক্রে সর্বমোট ১০১টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ৯৪৮টি ইউনিয়নের সর্বমোট ৩,৭৭,৪৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয় এবং সর্বমোট ১১,৯৭৪ জন অনুপযুক্ত উপকারভোগী চিহ্নিত হয়, ফলে অনুপযুক্ত উপকারভোগীর স্থলে অপেক্ষমান তালিকার ৮,৯০৪ জন প্রকৃত উপকারভোগীকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তিন চক্রে উপকারভোগী তালিকার যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ত্রুটি সংশোধনের হার সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক ২০২৩-২০২৪ চক্রে (৯২.৬১ শতাংশ)। তবে তালিকাভুক্তির দুইটি অযোগ্যতার শর্তের মধ্যে 'পূর্বের একটি/দুইটি চক্রে একই সুবিধা পাওয়া' শর্তটি অনেকক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়নি। বর্তমান চক্রে (২০২৩-২০২৪) এই শর্ত পূরণ হয়নি ২.২০ শতাংশ নির্বাচিত উপকারভোগীর ক্ষেত্রে।

উপকারভোগী নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক কার্যকর যাচাই বাছাই ও মনিটরিং এর ঘাটতির কারণে উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট কমিটি যাচাই বাছাই সঠিকভাবে না করার পেছনে রয়েছে ঘুষ, রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, ভোট প্রাপ্তির আশা, ইত্যাদি অনিয়ম দুর্নীতি যা ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া Single Registry MIS এর অনুপস্থিতি, কার্যকর যাচাই বাছাই এবং সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে সৃষ্ট ত্রুটি ভিডব্লিউবি কর্মসূচি তথা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা কঠিন হচ্ছে। যাচাই বাছাইয়ের এ ত্রুটির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ আয়ের পরিমাণ উল্লেখ না থাকায় তুলনামূলক স্বচ্ছল নারী উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। উপরোক্ত ব্যত্যয় বিবেচনা নিয়ে যাচাই বাছাই কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসু করার জন্যে এই কর্মসূচিতে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্যতার শর্তাবলি এবং অন্তর্ভুক্তি ও অগ্রাধিকারের শর্ত বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

৪. সুপারিশমালা

সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন, পরিপত্র ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর পর্যালোচনা এবং টিআইবি কর্তৃক ভিডব্লিউবি উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য নিম্নলিখিত নীতিনির্ধারণী ও দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে:

পরিপত্র সংশোধন সংক্রান্ত

১. অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ ও পরিবারের সর্বোচ্চ মাসিক আয়ের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে এবং তা আবেদন ফরমেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২. ত্রুটিমুক্ত উপকারভোগী নির্বাচনে ওয়ার্ড কমিটিতে নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সম্পৃক্ত করতে হবে।

৩. উপকারভোগীর নামের তালিকায় অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটিতে কারা নিয়োগ পাবে, তাদের যোগ্যতার শর্তাবলি, কর্ম পরিধি, প্রক্রিয়া, প্রতিবেদন দাখিলের মেয়াদ এবং গৃহীতব্য ব্যবস্থাবলি পরিপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে পরিপত্রে তদন্ত কমিটির নিয়োগের শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

সক্ষমতা সংক্রান্ত

৪. কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পরিপত্রের আলোকে সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও কমিটি'র সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন ও নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৫. সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের মাধ্যমে একক রেজিস্ট্রি এমআইএস (Single Registry MIS) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তা দ্রুত কার্যকর করতে হবে। একক তথ্যভান্ডার তথা এমআইএসে জাতীয় পরিচয়পত্রভিত্তিক জমির মালিকানাসহ আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য সংযুক্ত ও হালনাগাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. ইউনিয়নভিত্তিক জাতীয় পরিচয়পত্রসহ দুঃস্থ নারীর তালিকা করতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং এর অনুপাতে ইউনিয়নভিত্তিক ভিডব্লিউবি উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

৭. অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়াকে অধিকতর অভিগম্য ও সহজসাধ্য করতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহকে দুঃস্থ নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

সচ্ছতা ও জবাবদিহি সংক্রান্ত

৮. আবেদন প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)-কে সহজ ও কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে-

- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদেরকে অবহিত করতে হবে, এবং বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাদের জন্য যেকোন সহজলভ্য পদ্ধতিতে (অভিযোগ বাক্স, ইমেইল, ওয়েবসাইট, হটলাইন নম্বর ইত্যাদি) অভিযোগ জানানোর সুযোগ প্রদান করতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিয়মিত (প্রতি মাসে) ওয়েবসাইটে/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

১০. ভিডব্লিউবি যাচাই বাছাইয়ে তৃতীয় পক্ষকে (নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি) সম্পৃক্ত করতে হবে।

১১. পরিপত্র অনুসরণ করে উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে এবং যেসকল এলাকায় ত্রুটি পাওয়া যাবে সেসকল এলাকায় শতভাগ সংশোধনের উত্তম চর্চা অনুসরণ করতে হবে।

১২. উপকারভোগীর চূড়ান্ত তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার সংক্রান্ত

১৩. অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-কে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৪. সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রযোজ্য আচরণগত নীতিমালা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

১৫. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার, প্রণোদনা ও পদোন্নতি দেওয়া সহ বিভিন্নভাবে সুরক্ষা দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র

এম. এ, মান্নান ও বদরুন্নেসা আহমেদ, *'ইম্প্যাক্ট ইভালুয়েশন অব ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ'*, (ঢাকা: ২০১২), https://www.researchgate.net/publication/335274147_Impact_Evaluation_of_Vulnerable_Group_Development_VGD_Program_in_Bangladesh (১০ জুলাই ২০২৩)।

এমএস. মাহমুদা বেগম, *'দি কেস অব বাংলাদেশেস ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) প্রোগ্রাম'*, (জার্মানি: ২০১৮), https://pubdocs.worldbank.org/en/804111520537796819/SSLF18-Building-Resilience-Bangladesh.pdf (১০ জুলাই ২০২৩)।

মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান প্রধান ও জামাল উদ্দিন সুলায়মান *'ইম্প্যাক্ট অব ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) প্রোগ্রাম অন ইম্প্রুভমেন্ট অব উইমেন হেডেড হাউজহোল্ড কনজাম্পসন ডাইভারসিটি ইন বাংলাদেশ '*, ২০১৭, https://rajpub.com/index.php/jssr/article/view/5746/5871 (১০ জুলাই ২০২৩)।

টিআইবি, *'সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১০'*, (ঢাকা: টিআইবি, ২০১০), https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/546 (৪ জুন ২০২৩)।

টিআইবি, *'সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২'*, (ঢাকা: টিআইবি, ২০১২), https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/4237 (৪ জুন ২০২৩)।

টিআইবি, *'স্থানীয় সরকার খাত: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়'*, (ঢাকা: টিআইবি, ২০১৪), https://www.ti-bangladesh.org/images/2014/fr_ds_lg_study_14_bn.pdf (৪ জুন ২০২৩)।

টিআইবি, *'সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫'*, (ঢাকা: টিআইবি, ২০১৬), https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/5124 (৪ জুন ২০২৩)।

টিআইবি, *'সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭'*, (ঢাকা: টিআইবি, ২০১৮), https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/5666 (৪ জুন ২০২৩)।

টিআইবি, *'বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী: অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়'*, (ঢাকা: টিআইবি, ২০১৯), https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/5787 (১০ জুলাই ২০২৩)।

টিআইবি, *'সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২১'*, (ঢাকা: টিআইবি, ২০২২), https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/6521 (১০ জুলাই ২০২৩)।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তির শর্তাবলি

অগ্রাধিকার শর্তাবলি: প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন অর্থাৎ খানা বা পরিবারের কোনো জমি নেই অথবা নিজ মালিকানার বসত ভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ ০.১৫ একর অথবা কম। ভূমিহীন যে সব পরিবারের নারী অসচ্ছল ও অসহায় এবং যাদের অন্য কোনো স্থায়ী/নিয়মিত আয়ের উৎস নেই; যে পরিবার দৈনিক দিনমজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে, তবে কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে সে পরিবার অগ্রাধিকার পাবে; যে সব দরিদ্র পরিবারে কিশোরী আছে সে সকল পরিবারের মা অগ্রাধিকার পাবে। কিশোরীরা নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে, বাল্য বিবাহ করবে না এবং কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত থাকবে না মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে এবং প্রদেয় অঙ্গীকার ভঙ্গকারী উপকারভোগীদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত কার্ড তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হবে। ১৫-১৮ বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়ে রয়েছে এমন পরিবারের আবেদনকারী, ঘরের দেয়াল মাটির/পাটকাঠি বা বাঁশের তৈরি হলে, অটিজম/প্রতিবন্ধী সদস্য আছে এমন দরিদ্র পরিবার, প্রত্যাগত অভিবাসীদের পরিবার এবং প্রত্যাগত অভিবাসী নারীরা ভিডব্লিউবি উপকারভোগী নির্বাচনে অগ্রাধিকার পাবে।

অন্তর্ভুক্তির অযোগ্যতা: (১) বয়স ২০ বছরের নিচে এবং ৫০ বছরের উপরে (২) সরকারের চলমান অন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি/প্রকল্পের উপকারভোগী এবং (৩) বিগত দুই চক্রে ভিজিডি কার্ডধারী ছিলেন।

অন্যান্য শর্তাবলি: একটি পরিবার কেবল একটি ভিডব্লিউবি কার্ড পাবে এবং কোন আবেদনকারী একটি এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা বা ভোটার না হলেও যদি তিনি সে এলাকায় বর্তমানে বসবাস করেন তাহলে তিনি প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ করা সাপেক্ষে সেই এলাকায় ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের সুবিধা পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন।

পরিশিষ্ট ২: '২০১৯-২০', ২০২১-২২'ও '২০২৩-২৪' চক্রে অন্তর্ভুক্ত ১০১টি উপজেলার অবস্থান যেখানে ভিজিডি/ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয়েছে

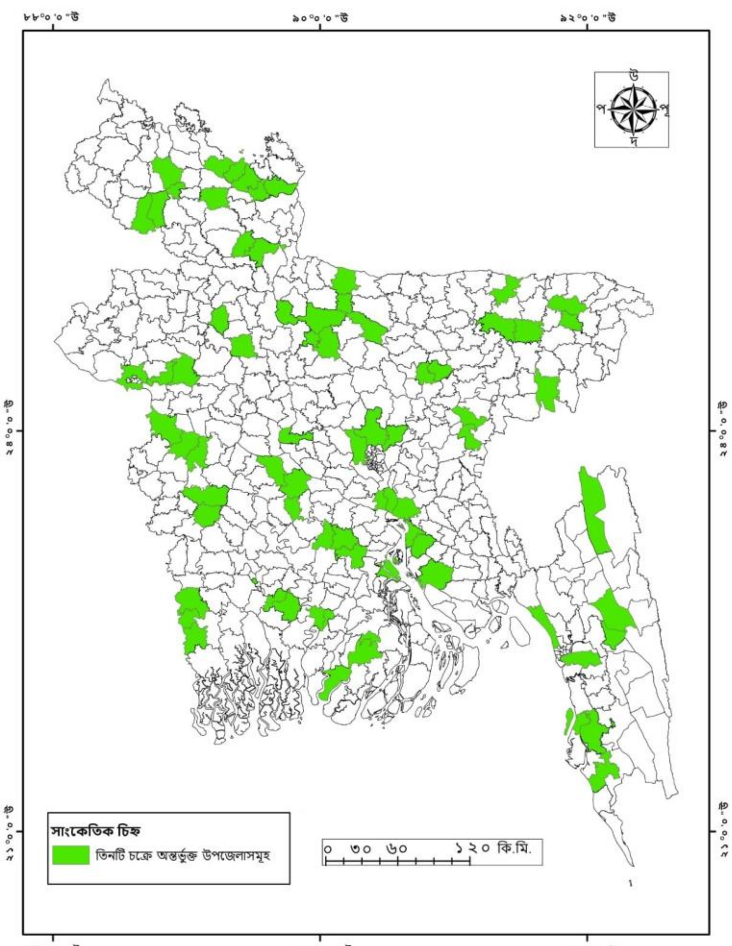

পরিশিষ্ট ৩: নির্বাচিত তিনটি চক্রে ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার ভৌগলিক/প্রশাসনিক পরিধি

দেশের ৪৩টি জেলার ৪৫টি সনাক অঞ্চলে কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট একটি উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিডি/ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয়। সর্বমোট ১০১টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ৯৪৮টি ইউনিয়নের ৩,৭৭,৪৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয়।

তিন চক্রের জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও উপকারভোগীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য

চক্র	জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০১৯-২০২০	৪৩	৯৬	৯০১	১,৮৭,৯৬৩
২০২১-২০২২	৪১	৫০	৫৪০	৯৫,৭৭৩
২০২৩-২০২৪	৪৩	৪৯	৫৩৪	৯৩,৭১৯
তিন চক্রে সর্বমোট	৪৩*	১০১*	৯৪৮*	৩,৭৭,৪৫৫
*পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের সর্বমোট সংখ্যা বের করা হয়েছে				

পরিশিষ্ট ৪: তিন চক্রে উপজেলাভিত্তিক ত্রুটি এবং ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন

উপজেলার নাম	মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি (%)			প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন (%)		
	চক্র ২০১৯-২০২০	চক্র ২০২১-২০২২	চক্র ২০২৩-২০২৪	চক্র ২০১৯-২০২০	চক্র ২০২১-২০২২	চক্র ২০২৩-২০২৪
বরিশাল বিভাগ						
নলছিটি, ঝালকাঠি	৬.৫০	-	-	৬৯.২৮	-	-
ইন্দুরকানী, পিরোজপুর	৫.৩৩	-	-	১০০.০০	-	-
আমতলী, বরগুনা	৫.৩০	-	-	৬০.৮৭	-	-
ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি	৪.৮৮	২.৯৮	১.০১	১০০.০০	১৮.১৮	১০০.০০
বরগুনা সদর, বরগুনা	৪.৭৫	৪.১৯	৬.২৭	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
বরিশাল সদর, বরিশাল	৪.০৭	১.৩৭	১.০৯	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	৩.৪১	১.২১	১.১৭	১০০.০০	৯৪.১২	১০০.০০
দুমকী, পটুয়াখালী	২.৬৩	-	-	১০০.০০	-	-
হিজলা, বরিশাল	২.৪৮	-	-	৫৭.৭৮	-	-
ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর	২.৩৯	০.৬৯		১০০.০০	৯৪.১২	
পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর	১.৬৭	২.২৪	২.৩৫	১০০.০০	৩৫.৯	১০০.০০
চট্টগ্রাম বিভাগ						
মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি	১০.৯৫	-	-	১০০.০০	-	-
লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর	১০.৯০	৮.৪৫	৪.৬৭	৩৪.২৫	১০০.০০	১০০.০০
সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা	৮.৩৯	-	-	১০০.০০	-	-
রায়পুর, লক্ষীপুর	৬.৫৪	-	-	৪৪.০৫	-	-
আদর্শ সদর, কুমিল্লা	৬.২৭	২.৬৫	২.৫৫	৫০.০০	৭৭.৭৮	৯৬.১৫
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর	৫.০৩	-	-	১০০.০০	-	-
ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া	৪.৯৫	৪.০০	২.৩৫	৯৬.১৫	২১.৪৩	১০০.০০
পটিয়া, চট্টগ্রাম	৪.৪২	১.৭০	২.২৫	৫৭.৬৩	৯১.৩০	১০০.০০
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	৪.০৮	২.১৯	-	১০০.০০	১০০.০০	-
সরাইল, ব্রাহ্মনবাড়িয়া	৪.০১	-	-	১০০.০০	-	-

উপজেলার নাম	মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি (%)			প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন (%)		
	চক্র ২০১৯-২০২০	চক্র ২০২১-২০২২	চক্র ২০২৩-২০২৪	চক্র ২০১৯-২০২০	চক্র ২০২১-২০২২	চক্র ২০২৩-২০২৪
চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর	৩.৯৩	১.৯৪	২.৮৩	১০০.০০	১৫.৬৩	১০০.০০
পানছড়ি, খাগড়াছড়ি	৩.৫৯	-	-	৭৯.১৭	-	-
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম	২.৯৭	১.৩৩	২.৮৯	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
পেকুয়া, কক্সবাজার	২.৮৭	-	-	৮২.৫০	-	-
কাউখালী, রাঙ্গামাটি	২.৮৪	-	-	১০০.০০	-	-
দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি	২.৫২	-	-	৫৬.৪১	-	-
খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি	১.৫৫	০.৬৫	১.৪০	৮৯.৪৭	১০০.০০	১০০.০০
মহেশখালী, কক্সবাজার	১.৪৭	-	-	১০০.০০	-	-
রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি	১.১৪	০.০৯	১.৫৮	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
চকরিয়া, কক্সবাজার	০.৭৬	১.৭৪	৩.৩৯	১০০.০০	৫৬.০০	১০০.০০
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার	০.৭৪	-	-	১০০.০০	-	-
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	০.৫৭	১.৬১	-	১০০.০০	১০০.০০	-
রামু, কক্সবাজার	০.২১	৬.১২	-	৮০.০০	১০০.০০	-
মতলব উত্তর, চাঁদপুর	-	-	৪.৫১	-	-	১০০.০০
কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি	-	২.৭৫	-	-	১০০.০০	-
ঢাকা বিভাগ						
মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর	৮.১০	৩.০০	১.৮৩	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সালথা, ফরিদপুর	৫.৭৮	-	-	৫৮.৯১	-	-
কালকিনি, মাদারীপুর	৫.৩৩	-	-	১০০.০০	-	-
কালীগঞ্জ, গাজীপুর	৫.২৪	-	-	৪৪.৯৭	-	-
মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ	৫.২২	৩.৫৬	১.৩৬	৯১.৩০	১০০.০০	১০০.০০
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	৪.৭৪	-	-	০.০০	-	-
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	৪.২৭	১.২৫	১.৪৮	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
মধুপুর, টাঙ্গাইল	৪.১৬	-	০.৭১	১০০.০০	-	১০০.০০
টংগিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ	৪.০৫	-	-	৯৬.৪৯	-	-
রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী	৩.১৬	১.৭৭	১.৫০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী	২.৯৭	-	-	১৬.৬৭	-	-
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল	২.৩৩	-	-	৭৩.৯১	-	-
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ	২.০৪	২.১২	২.৪৬	১০০.০০	০.০০	১০০.০০
গাজীপুর সদর, গাজীপুর	১.৮৯	-	০.১৮	৯৫.২৪	-	১০০.০০
সাভার, ঢাকা	১.০০	৪.৮৫	১.৫০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
রাজৈর, মাদারীপুর	-	-	৪.১৮	-	-	১০০.০০
খুলনা বিভাগ						
মিরপুর, কুষ্টিয়া	৫.৬৬	-	-	১০০.০০	-	-
বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট	৪.৭০	০.৩২	৩.০৪	৪২.১৬	০.০০	১০০.০০
কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া	৪.৫৪	১.০১	২.৭৫	১০০.০০	৩৩.৩৩	১০০.০০
ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ	৪.০১	৫.০১	২.২৮	৯৩.৭৫	০.০০	১০০.০০
বাঘারপাড়া, যশোর	৩.৯৩	-	-	১০০.০০	-	-
যশোর সদর, যশোর	৩.৪৩	৮.৩৪	৫.০৮	১০০.০০	৫০.০০	৮৩.৩৩
হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ	২.৬৭	-	-	৯০.২৪	-	-
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	২.১৫	২.৬৭	২.১৫	১০০.০০	৫৩.৯৭	১০০.০০

উপজেলার নাম	মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি (%)			প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন (%)		
	চক্র ২০১৯-২০২০	চক্র ২০২১-২০২২	চক্র ২০২৩-২০২৪	চক্র ২০১৯-২০২০	চক্র ২০২১-২০২২	চক্র ২০২৩-২০২৪
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	১.৫০	-	-	১০০.০০	-	-
বটিয়াঘাটা, খুলনা	১.২৫	-	-	১০০.০০	-	-
ফকিরহাট, বাগেরহাট	০.৯৬	-	-	৮৬.২১	-	-
দেবহাটা, সাতক্ষীরা	০.৮৭	-	-	১০০.০০	-	-
ফুলতলা, খুলনা	০.০০	১.১৩		-	৬৯.২৩	
রূপসা, খুলনা	-	-	২.৩৮	-	-	১০০.০০
ময়মনসিংহ বিভাগ						
জামালপুর সদর, জামালপুর	১০.৬৪	৮.১৪	৪.২৪	৩২.০৫	২২.৭৩	৩৮.৮০
মাদারগঞ্জ, জামালপুর	৮.৪২	-	-	৩৯.৬৫	-	-
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ	৭.৪০	-	-	০.০০	-	-
নকলা, শেরপুর	৪.৮৯	-	-	১০০.০০	-	-
নালিতাবাড়ি, শেরপুর	৪.৬৫	৩.৭২	১.৫৫	৯৯.১৫	১০০.০০	১০০.০০
ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ	৪.২৬	৫.৩২	০.৭৫	১০০.০০	৪৬.৮৮	৬১.১০
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	৩.০৩	২.১৩	০.৮২	১০০.০০	৬৯.৩৫	১০০.০০
রাজশাহী বিভাগ						
নাটোর সদর, নাটোর	৮.৬৩	৫.৯৯	১.৭১	৫.৯৩	২৭.৬৬	৯৬.৬৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫.২৬	২.৬৯	০.৮২	০.০০	৫৬.৯০	১০০.০০
কাহালু, বগুড়া	৫.০৭	-	-	১০০.০০	-	-
পুঠিয়া, রাজশাহী	৫.০৩	-	-	১০০.০০	-	-
নলডাঙ্গা, নাটোর	৩.৮৪	-	-	০.০০	-	-
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩.৮১	-	-	০.০০	-	-
পবা, রাজশাহী	৩.৬৮	৮.৫৫	১.৩৯	১৫.০৯	৬০.১৬	৪০.০০
শেরপুর, বগুড়া	৩.৪৭	-	-	৯৮.৬৮	-	-
বগুড়া সদর, বগুড়া	১.৬৩	১.৫৮	৩.২২	৩৪.৩৮	২৯.০৩	১০০.০০
রংপুর বিভাগ						
চিরির বন্দর, দিনাজপুর	৬.৪৮	২.৪৪	-	১০০.০০	১০০.০০	-
সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা	৪.৩২	-	-	০.০০	-	-
সৈয়দপুর, নীলফামারি	৩.৭৫	২.৭১	-	১০০.০০	১০০.০০	-
দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর	৩.০২	৫.১০	৩.৫৯	১০০.০০	৪০.৭৪	১০০.০০
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	২.২৬	-	-	০.০০	-	-
আদিতমারী, লালমনিরহাট	১.৭৬	-	-	৯২.৮৬	-	-
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম	১.৬৯	-	-	১০০.০০	-	-
তারাগঞ্জ, রংপুর	১.৫৯	-	-	১০০.০০	-	-
লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট	১.৫৫	১.১১	১.৮২	১০০.০০	৬৮.০০	৮৬.৬৭
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা	১.৩৭	২.৭৫	২.৯৭	০.০০	০.০০	৮১.৯৪
নীলফামারি সদর, নীলফামারি	১.৩৫	২.৯৯	২.১৪	৯৭.৬৭	১০০.০০	১০০.০০
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম	০.৯৫	১.৯০	১.৪৬	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
রংপুর সদর, রংপুর	০.৯২	৩.৭৪	৩.১৬	১০০.০০	৮১.০৩	০.০০
সিলেট বিভাগ						
সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	৪.১৩	১.৯৪	৩.৬১	৯৪.৩২	১৪.৬৩	১০০.০০
সিলেট সদর, সিলেট	২.১১	২.৮৯	৪.৮৯	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উপজেলার নাম	মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি (%)			প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন (%)		
	চক্র ২০১৯-২০২০	চক্র ২০২১-২০২২	চক্র ২০২৩-২০২৪	চক্র ২০১৯-২০২০	চক্র ২০২১-২০২২	চক্র ২০২৩-২০২৪
জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ	১.৯২	-	২.০৩	৬৬.৬৭	-	১০০.০০
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১.৯১	৩.৪১	১.০২	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	১.৮৯	-	-	৮৮.৮৯	-	-
দিরাই, সুনামগঞ্জ	-	-	৪.৭৮	-	-	১০০.০০